বাংলাদেশ: রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের যুদ্ধাপরাধের জন্য জবাবদিহিতার আওতায় আনুন, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সাথে সহযোগিতা করুন

নতুন প্রতিবেদন মিয়ানমারে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কিত বাংলাদেশে সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধের প্রমাণ নথিভুক্ত করে

(ঢাকা, ১৮ মার্চ, ২০২৫)—ফর্টিফাই রাইট্স আজ প্রকাশিত একটি নতুন প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, বাংলাদেশে রোহিঙ্গা বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সদস্যরা মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের হত্যা, অপহরণ, নির্যাতন এবং হুমকি দিয়েছে, যা যুদ্ধাপরাধের শামিল হতে পারে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গা পুরুষ, নারী এবং শিশুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের দ্বারা সংঘটিত নির্দিষ্ট কিছু কর্মকাণ্ড যুদ্ধাপরাধের আওতায় পড়ার "যৌক্তিক ভিত্তি" রয়েছে, কারণ বাংলাদেশে সংঘটিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এবং মিয়ানমারে চলমান সশস্ত্র সংঘাতের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট "যোগসূত্র" বিদ্যমান।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সরকার এবং আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থা—যার মধ্যে রয়েছে মিয়ানমারের জন্য স্বাধীন তদন্ত ব্যবস্থা (Independent Investigative Mechanism for Myanmar) এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (International Criminal Court - ICC)—বাংলাদেশে শরণার্থী শিবিরে কার্যক্রম পরিচালনাকারী রোহিঙ্গা বিদ্রোহী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা এবং যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ীদের বিচারের আওতায় আনার সুপারিশ করা হয়েছে।

"রোহিঙ্গা সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারে প্রায় সম্পূর্ণ দায়মুক্তির সাথে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে," বলেছেন ফর্টিফাই রাইট্স-এর পরিচালক জন কুইনলি। "যুদ্ধাপরাধ সাধারণত সশস্ত্র সংঘাতের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়। তবে এই ক্ষেত্রে, বাংলাদেশে সংঘটিত নির্দিষ্ট অপরাধগুলো মিয়ানমারের যুদ্ধে সরাসরি সংযুক্ত এবং যুদ্ধাপরাধের শামিল। সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার সাথে সহযোগিতা করা উচিত।"

সাম্প্রতিক মার্কিন সরকারী তহবিল কাটছাঁটের ফলে শরণার্থী শিবিরগুলোতে রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের জন্য আরও বেশি সুযোগ তৈরি হচ্ছে, যা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপত্তা ব্যাপকভাবে আরও খারাপ করবে, জানিয়েছেন ফর্টিফাই রাইট্স।

নতুন ফর্টিফাই রাইট্স প্রতিবেদনটি বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে চলমান বহু বছরের দীর্ঘ এবং চরম প্রাণঘাতী সহিংসতার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে হত্যা, অপহরণ, নির্যাতন, হুমকি এবং ভীতি প্রদর্শন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেপ্টেম্বর ২০২১-এ মোহিবুল্লাহ হত্যার পর থেকে বিদ্রোহী সহিংসতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। মোহিবুল্লাহ একজন বিশিষ্ট কমিউনিটি লিডার এবং মানবাধিকার রক্ষক। প্রতিবেদনে আরও দেখানো হয়েছে কিভাবে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের রোহিঙ্গা নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী গোষ্ঠী থেকে রক্ষা করতে ব্যাপকভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

"আমি যে কোন মুহূর্তে খুন হতে পারি": বাংলাদেশে রোহিঙ্গা বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা হত্যা, অপহরণ, নির্যাতন এবং অন্যান্য গুরুতর লঙ্ঘনের উপর ৭৭ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটি, শরণার্থী শিবিরে চলমান সহিংসতা নিয়ে ১১৬ জনের সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যার মধ্যে [রোহিঙ্গা গণহত্যা থেকে] বেঁচে যাওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থী, প্রত্যক্ষদর্শী, রোহিঙ্গা বিদ্রোহী, জাতিসংঘের কর্মকর্তা, মানবিক সহায়ক কর্মী এবং অন্যান্যরা অন্তর্ভুক্ত। ফর্টিফাই রাইট্স বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সাবেক এবং বর্তমান সদস্যদের সাথে কথা বলেছে, যার মধ্যে রয়েছে আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (এআরএসএ) এবং রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও), এবং গুরুতর অপরাধের স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত করেছে।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা রোহিঙ্গা বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর হাতে বছরের পর বছর ধরে সহিংসতা ও হত্যার শিকার হয়েছে। শরণার্থী শিবিরভিত্তিক বিদ্রোহীদের দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা ২০২১ সালে ২২টি, ২০২২ সালে ৪২টি, ২০২৩ সালে ৯০টি এবং ২০২৪ সালে কমপক্ষে ৬৫টি রিপোর্ট করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, ২০২৪ সালের ৪ জানুয়ারি, সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে, অজ্ঞাত রোহিঙ্গা বিদ্রোহীরা ক্যাম্প-৪ এক্সটেনশন থেকে মোহাম্মদ ফয়সালকে অপহরণ করে এবং তাকে গুলি করে হত্যা করে। মোহাম্মদ ফয়সাল একজন প্রিয় শিক্ষক, পিতা, কবি এবং গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি। হত্যার আগে মোহাম্মদ ফয়সাল বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষকে ক্যাম্পে সংঘটিত অপরাধ তদন্তে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করছিলেন। তার এক সহকর্মী ফর্টিফাই রাইট্সকে বলেন:

> "ক্যাম্প-৪ এক্সটেনশনে অনেক [অপরাধী] গোষ্ঠী রয়েছে। তিনি ক্যাম্পে সংঘটিত ডাকাতি এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে UNHCR [জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার], NSI [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা] এবং DGFI [ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স]-কে রিপোর্ট করছিলেন।"

অন্য একটি ঘটনায়, ২০২১ সালের ২২ অক্টোবর, বাংলাদেশের একটি অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা প্রতিবেদনে ARSA সদস্য হিসাবে চিহ্নিত সশস্ত্র রোহিঙ্গা বিদ্রোহীরা বালুখালি ক্যাম্পের ক্যাম্প-১৮-তে একটি মাদ্রাসায় [ইসলামিক ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান] ছয়জনকে হত্যা করে এবং অন্যদের নির্যাতন করে।

একজন রোহিঙ্গা মোল্লা [একজন ইসলামিক ধর্মীয় নেতা] ফর্টিফাই রাইট্সকে বলেন যে, বিদ্রোহীরা মাদ্রাসায় রাতযাপন করা ছাত্র এবং শিক্ষকদের ওপর হামলা চালায়:

> "প্রথমে আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি, কারণ তখন ভোর ৪টা ছিল এবং আমরা গভীর ঘুমে ছিলাম, যখন তারা মাদ্রাসায় হামলা চালায়। ... যারা মাদ্রাসায় প্রবেশ করেছিল, তাদের হাতে ছুরি, লাঠি এবং বন্দুক ছিল। তারা মাদ্রাসায় ঢুকে গুলি চালায় এবং ছাত্রদের গুলি করে হত্যা করে। ... তিনজন শিক্ষক এবং তিনজন ছাত্র নিহত হয়।"

হামলার প্রত্যক্ষদর্শী এবং হামলায় এক আত্মীয় নিহত হওয়া একজন রোহিঙ্গা ব্যক্তি ফর্টিফাই রাইট্সকে বলেন: "আমি লোকগুলোকে ছুরি, তরবারি, লাঠি এবং পিস্তল হাতে দেখেছি। ... [সশস্ত্র হামলাকারীরা] হত্যার মিশন শেষ করে চলে যায়, এবং আমি ছয়টি মৃতদেহ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছি, যেগুলো কেটে ফেলা হয়েছিল। ... আমি [আমার আত্মীয়ের] মৃতদেহ দেখেছি। ... আমি সর্বত্র রক্ত দেখতে পেয়েছি।"

বিদ্রোহীরা মাদ্রাসায় ছাত্র এবং শিক্ষকদের ওপর হামলা শেষ করার পর মাদ্রাসার আশপাশের এলাকায় তাণ্ডব চালায় এবং আশেপাশের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মারধর ও নির্যাতন করে। এই হামলার এক ভুক্তভোগী ফর্টিফাই রাইট্সকে বলেন: "তারা আমার দুটি আঙুল কেটে ফেলেছে এবং আমার মাথায় আঘাত করেছে। তারা মনে করেছিল আমি মারা গেছি, তাই আমাকে ফেলে রেখে চলে যায়।"

মাদ্রাসায় হামলার পর বাংলাদেশি পুলিশ আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা টহল পরিচালনা করে। তবে, বাংলাদেশি পুলিশের উপস্থিতি ARSA-কে রোহিঙ্গা সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে হুমকি অব্যাহত রাখা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। মাদ্রাসায় হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া এক ব্যক্তি ফর্টিফাই রাইট্সকে বলেন: "এখনও [ARSA] আমাকে হুমকি দিচ্ছে, বলছে, 'পুলিশ থাকাকালীন ভালো করে খাও। তারা চলে গেলে তুমি শেষ হয়ে যাবে।'"

তিনি আরও বলেন: "আমার মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে আমাকে হত্যা করা হতে পারে।"

ফর্টিফাই রাইট্স জানায়, রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের দ্বারা সংঘটিত সমস্ত হত্যাকাণ্ড ক্যাম্পগুলিতে দায়মুক্তির সাথে সংঘটিত হয়েছে, যা সমস্ত ক্যাম্প বাসিন্দাদের মধ্যে ভয়ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি, আজ প্রকাশিত নতুন প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশে সক্রিয় রোহিঙ্গা বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর—মূলত ARSA এবং RSO—দ্বারা সংঘটিত নির্যাতন, অপহরণ এবং অন্যান্য অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। একটি বিশেষভাবে ভয়াবহ ঘটনার উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে ARSA একটি ২৩ বছর বয়সী রোহিঙ্গা যুবককে অপহরণ করে, নির্যাতন চালায় এবং তার অঙ্গচ্ছেদ করে তাকে মৃত অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। আশ্চর্যজনকভাবে তিনি বেঁচে যান এবং ফর্টিফাই রাইট্সকে বলেন:

> প্রথমে, তারা আমার পা কেটে ফেলে। যখন তারা একটি বড় ছুরি দিয়ে আমার পায়ের হাড় কাটছিল, তখন আমি শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। ... আমি [সশস্ত্র লোকদের] বলেছিলাম, "অনুগ্রহ করে আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাদের যা চাইবেন তা দেব।" তারা উত্তর দিয়েছিল, "আমরা কখনোই তোমাকে ছেড়ে দেব না। আমরা তোমাকে মেরে ফেলব, কারণ তুমি সবসময় এনজিও [বেসরকারি সংস্থা] এবং কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাও।" ... [বিদ্রোহীরা] আমার শরীরে অংশ আধা ঘণ্টা ধরে কেটেছিল। আমার হাত কনুইয়ের ঠিক ওপরে কেটে ফেলা হয়েছিল।

বহু বছর ধরে, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার বাংলাদেশের ভূখণ্ডে রোহিঙ্গা বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর অস্তিত্ব বা কার্যক্রমের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। এই অস্বীকৃতির ফলে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ওপর রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের হামলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ন্যায়বিচারের সুযোগ বা যথাযথ প্রতিক্রিয়ার অভাব দেখা দেয়।

ফর্টিফাই রাইট্স বলেছে, দাতা দেশগুলোর উচিত ঝুঁকির মুখে থাকা রোহিঙ্গাদের জন্য সুরক্ষিত আশ্রয়কেন্দ্র এবং তৃতীয় দেশে পুনর্বাসনসহ সহায়তামূলক পরিষেবা দ্বিগুণ করতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করা।

৪ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন নেতা মুহাম্মদ ইউনূস শরণার্থী শিবিরে সহিংসতা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন: "[শরণার্থী শিবিরে] প্রচুর সহিংসতা চলছে। প্রচুর মাদক। শিবিরের ভেতরে প্রচুর আধাসামরিক তৎপরতা চলছে।

ARSA এবং RSO বিদ্রোহীরা মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িত। তারা উভয়ই মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে অবস্থিত জাতিগত সশস্ত্র সংগঠন আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে মিয়ানমার জান্তার পক্ষে লড়াই করছে। মিয়ানমারের অভ্যন্তরে তাদের সশস্ত্র অভিযান জোরদার করার জন্য ARSA এবং RSO বাংলাদেশে শরণার্থীদের অপহরণ করেছে এবং তাদের মিয়ানমারে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছে। এই ধরনের কাজ যুদ্ধের আইনের গুরুতর লঙ্ঘন এবং সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধ হিসেবে তদন্ত করা উচিত।

১৭ বছর বয়সী এক রোহিঙ্গা শরণার্থী ফর্টিফাই রাইট্সকে বলেন, কিভাবে ২০২৪ সালে একটি রোহিঙ্গা বিদ্রোহী গোষ্ঠী তাকে বাংলাদেশে অপহরণ করে এবং মিয়ানমারে নিয়ে গিয়ে মিয়ানমারের জান্তা বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছিল। তিনি বলেন:

> "সাতজনের মতো লোক একটি চায়ের দোকানে এসেছিল, যেখানে আমি চা খাচ্ছিলাম। তারা আমার দিকে বন্দুক তাক করে, আমার চোখে কাপড় বেঁধে দেয় এবং আমার হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে আমাকে অপহরণ করে। পরে, আমাকে মিয়ানমারে নিয়ে যাওয়া হয়... আমাকে মিয়ো থু জি সীমান্ত রক্ষী পুলিশের সদর দপ্তরে [মংডু টাউনশিপ, রাখাইন রাজ্য] নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।"

মিয়ানমারের সশস্ত্র সংঘাতের প্রতি বাংলাদেশের নিরপেক্ষ অবস্থান বাংলাদেশের অব্যাহতরে থাকা সক্রিয় ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠীগুলোকে যুদ্ধাপরাধের জন্য জবাবদিহিতা থেকে রক্ষা করে না। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC) ইতোমধ্যে এর এখতিয়ার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং বাংলাদেশ ও মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সীমান্তবর্তী নৃশংস অপরাধের বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এই তদন্তে ARSA এবং অনুরূপ গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা সংঘটিত অপরাধও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে ফর্টিফাই রাইট্স জানিয়েছে।

২০১৯ সালে, তৎকালীন আইসিসি প্রধান প্রসিকিউটর বলেছিলেন যে আদালত "ARSA-র দ্বারা সংঘটিত বেশ কয়েকটি সহিংসতার ঘটনার বিষয়ে অবগত," এবং তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এই অভিযোগগুলো "পর্যালোচনাধীন রাখা হবে।"

যুদ্ধাপরাধ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনটি অপরিহার্য উপাদান উপস্থিত থাকতে হবে, যার মধ্যে:

১) একটি সশস্ত্র সংঘর্ষ বিদ্যমান থাকতে হবে;

২) একটি নিষিদ্ধ কার্যকলাপ অবশ্যই এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত হতে হবে, যিনি সশস্ত্র সংঘর্ষে সক্রিয়ভাবে জড়িত নন; এবং

৩) সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং সংঘটিত কার্যকলাপের মধ্যে অবশ্যই একটি যোগসূত্র থাকতে হবে।

সুরক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত, যারা সক্রিয়ভাবে সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িত নন।

বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে রাষ্ট্র-বহির্ভূত গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা সংঘটিত সহিংসতার প্রেক্ষাপটে, ফর্টিফাই রাইট্স-এর মতে, এই সব উপাদানই বিদ্যমান থাকার জন্য যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি রয়েছে। ফলে, অন্ততপক্ষে চলমান যুদ্ধাপরাধের সম্ভাবনা নিয়ে আরও তদন্ত করা উচিত।

"রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা জরুরি এবং এর জন্য যারা দায়ী, বিশেষ করে ARSA এবং RSO-র সদস্যদের অবশ্যই জবাবদিহিতার আওতায় আনা উচিত," বলেছেন জন কুইনলি। "দাতা সরকারগুলোর উচিত ঝুঁকিতে থাকা শরণার্থীদের সহায়তায় বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করা, যার মধ্যে রয়েছে সুরক্ষিত স্থান, চলাচলের স্বাধীনতা এবং তৃতীয় দেশে পুনর্বাসনের জন্য আরও বিকল্প প্রদান।"